নতুন পাণ্ডুলিপির দিনে

নতুন পাণ্ডুলিপির দিনে

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

BoiBhob

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। কারও দ্বারা এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বৈভব আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

No copy of this book can be made for commercial purpose without the express consent of the publisher and proprietor. If anybody violates this condition, Boibhob can take legal action against the person or organization.

ISBN-978-984-94409-3-2

গ্রন্থস্বত্ব
© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
২৮০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
গ্রিন রোড, ঢাকা

বৈভব ঠিকানা
বাড়ি ১২৩, বাটা সিগন্যাল
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫
+৮৮০ ১৭১৪ ৪৪৪ ৩৪৬

পরিবেশক
রকমারি.কম

Copyright
© Author

First Edition
February 2020

Cover Design
Dhruba Esh

Price
280 BDT

Print
Dhaka Printers
Green Road, Dhaka

Boibhob Address
House 123, Bata Signal
New Elaphant Road, Dhaka 1205
+880 1714 444 346
boibhob.pub@gmail.com
Distributor
rokomari.com

উৎসর্গ

অকাল প্রয়াত সহোদরা, আমার প্রিয় বোন-

শামিম আরাকে

সূচিপত্র

সালাম বাংলা	৯
ভাষাপ্রিয়দের সাথে	১০
বাজি	১১
যে মাছ	১২
কাজু বাদামের শিশু	১৩
পুরস্কার	১৪
নতুন পাণ্ডুলিপির দিনে	১৫
সমস্ত গাছ	১৬
শহিদ পাখিগুলির পাশে বসে	১৭
সুন্দর	১৮
সংসার	১৯
সন্ধ্যা	২০
কবিতা	২১
জালিম	২২
হাওয়া উৎসর্গ করো	২৩
বাদ ইশা	২৪
রুমি	২৫
চে, ফিদেল ও এক টুকরো চাঁদ	২৬
প্রতিবেশী	২৭
পানিপথ রিটার্নস	২৮
পলাশী রিটার্নস	২৯
কাশ্মীর	৩০
স্মৃতি বিষয়ক	৩১
কাগজ সম্পর্কিত সবকিছু	৩২
জঙ্গি	৩৪
স্কুল	৩৫
দ্বীপ	৩৬
জানালা	৩৭
আম্মা	৩৮
স্প্রি...চ্যুয়াল	৩৯
লম্বা দুপুরগান	৪০

পাঠক তোমাকে	৪১
স্তব্ধতার পাশে	৪২
পিপাসা আর লাল লেজের ড্রাগন	৪৩
মুগ্ধতা	৪৪
জলের একা	৪৫
কিছু সুন্দর	৪৬
ক্রাইস্ট	৪৭
ঋতু	৪৮
সাফিনুর সর্ম্পকিত সমস্ত ধাঁধা	৪৯
বিচশহর থেকে ফিরে আসার পর	৫২
পাশবালিশের কিনার থেকে	৫৪
বাগান	৫৫
ছুটির দিনে	৫৬
অপর কবিতার ভুবনে	৫৯
রিফিউজি	৬২
ভবিষ্যৎ	৬৩

সালাম বাংলা

সালাম বাংলা, তোমাকে নিয়েছি গুপ্ত ডালিমে
স্কুলের টেবিলে, গোসলের অতি গরম পানিতে।
জনকলরব, লোহার পাথর, খানসেনা আর
পলাশী সিরাজ, ইমাম হোসেন কারবালা খঞ্জরে!
যেন বা আমার কলিজা তোমার
যেন বা তোমাকে দিয়েছি হাজারো পানিপথ!
তোমার শুধুই জয় হোক- ওগো অক্ষয় হিমালয়!

তুমি কি শুধুই সীমানা ছাড়াবে- রক্ত লেগুনে?
কী চাও শিকারি ভাষায় গোলাপ গোকুলে
সবুজে পতাকা পেরিয়ে পাগল কিশোরে?
আমাকে কী দান করবে বলো এ ছিন্ন সকালে?
তামার পাত্র গলিয়ে সাজাবে মনসার বিষ?
নাকি ফেলে যাবে ভারতবর্ষ, নো-ম্যানস ল্যান্ডে?
শরীরে আমার জমেছে খণ্ড বরফ এবং পিপাসার আলো
হাঁটছি রায়টে, বোমারু বিমান, ঘুমন্ত ঘোড়াশালে!
সালাম বাংলা, আমাকে শুইয়ে ধরো তুমি গোপন পাতালে
আমার জানালা বন্ধ! বন্দি আমি রাক্ষসের দখলে!

ভাষাপ্রিয়দের সাথে

ভাষাপ্রিয়দের সাথে বসে থাকি।
শিস দেই, লেজ নাড়ি। দেখি সীমানা বিস্তৃত।
দেখি- লাখো মুখোশের বার্বি, ব্লাকহোল।
তাদের সিনায় রাক্ষসের ভাষালিপি- ম্যাজিক অক্ষর।

যেন তিতির মরণ শেষে- দাঁতে দাঁতে মাংস।
আর আগুন ফাটছে জানালায়-
লম্বা তাদের জাহিম, যেন বাগান ছিল না কোনোদিন
ছিল না ময়ূর যে হামদ করে রাখবে।
তার চেয়ে রক্ত ঝরল নিমপাতা, দুধ সরোবর!

তুমি সেই চোখ চাও? যা কোনোদিন ফুটবে না!
তাহলে ভাষাপ্রিয়দের সাথে ঝুলে থাকো
লেখো নিঝুম ঠিকানা- কয়েদিদের গ্রামে
আর কবরের গান গাও।

ভাষাপ্রিয়দের সাথে বসে থাকি। শিস দেই, লেজ নাড়ি।
দেখি শত্রু নামছে এয়ারগান নিয়ে, দেখি বুক ছিঁড়ে
কাবিলের মুখ
দেখি ভাষাবাহিনী ড্রিল করে আনে লোহার কফিন।

বাজি

কবিতাই তো লিখব। খুন তো করব না!
তাই তাক করেছি ইশক-ক্যালিবার, বুক বরাবর।
নাও দিল-দস্তানা, নাও আর গুলি করো গোলাপের
পাপড়ি দিয়ে। আমি গন্ধ শুনে আজান দেবো
বেগানা সব পাথর ও পথিককে। যেন তারা
আগুয়ান এক হাতিসেনা—পলকে নিহত করেছে
নিজেদেরকেই। তার চেয়ে তুমি
শুয়ে থেকে পীর-মাছেদের মাস্তানা দেখো।
তোমার নাম শুনে
ফুটে তারাবাতি, ফুটে কাফ্রি কালোদের পাখি।
উড়ে যায় কলহঘুঘু, পায়রা ও নিষাদ।

যে মাছ

বুকে মাছের ডিম্বাণু নিয়ে শুয়ে থাকি।
তুমি আসো, তোমার
সাদা পেটের বাজিরেখায়
এই জবা পাপড়ির সারডিন।
আমার সব মুহূর্ত মাছ হোক
নদীর নামে নদীর জল ইহুদি!
সব হরিণের রক্ত ঝরলো এই
ঘুমন্ত রৌদ্রকলে।
শব্দ, শব্দকে চাইলাম আর কী শহিদ আমার
দুপুর! তুমি চোখ বুজে ঠিকানা চাইছ
আর বালিতে গড়িয়ে
পড়ছে শেষ জুপিটারের আলো।
এখন শুধু মাছের শিশু আমি
কবিতা কবিতা করে
তুমি আর কবর খুঁড়ো না।

কাজু বাদামের শিশু

ছন্দপুলিশদের বাজু থেকে পালিয়ে এসেছি।
হে স্বর্ণআভা কাজু বাদাম, তুমি আমার সিনা
ভেদ করে- খরগোশ হয়ে জ্বলো!
আমি এই রক্তসভা থেকে আমার
বোকাবিকাল নিয়ে দৌড়ে এসেছি।
তোমার নরম শরীর, তোমার এস্কিমোদের
বরফবাগান আজ আমাদের ভাষাগাছ।

গোলামদের পোশাক, ঝুল লালা
হাতে গোনা অবিনশ্বর নাড়িভুঁড়ি,
ঘুরে ঘুরে ঝর্না তোলার বায়ুবিহ্বলতা

এইসব রোয়া ওঠা শব্দকুকুর
আপনি-জাগা সমুদ্রের তলায়
লুকিয়ে রাখতে চাই।
আজ আমার দিকে দিকে ছন্দপতন হোক
আর আঙুল বেয়ে নেমে আসুক খোসা ভাঙ্গা
লাল নীল কাজু বাদামের শিশু!

পুরস্কার

পুরস্কারের কথা বলব না আমি।
তোমরা এই হাতিগাছ নিয়ে চলে যাও
পলাশী, আম্রকাননে।
দেখো- লর্ড ক্লাইভ কীভাবে কাছে টানছে
জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ। আর
দেখো একটি ভাঙ্গা নৌকা ও
সিরাজের পরিত্যক্ত জুতাখানি।
আর শোনো মর্মাহত মুর্শিদাবাদ,
তার দেয়ালের
হায় সিরাজ হায় সিরাজ প্রতিধ্বনি!
তার চেয়ে আমি বাদ মাগরিব এইসব পেস্তা বাদাম
আর মাঠভরা খরগোশের রূপ নিয়ে বসে থাকব।
দেখব অড়হর পাতার শীষ,
দেখব একটি কপিফুলের তন্দ্রা ছিঁড়ে
নেমে আসছে হাজার হাজার মৌ-দরবেশ।
আমি শুধু সারি সারি সবুজ চাই
চন্দ্রচোরদের তরমুজ বাগানে।
যেখানে লাল নিয়ে নৃত্য করছে
এতিম পিঁপড়েদের দল।

নতুন পাণ্ডুলিপির দিনে

মোরগের জায়গায় লাল।
ঝুল বারান্দায় তন্দ্রাতারা, ফুল।
ছদ্মঝর্না, মার্বেল গোল মেয়েদের তমাল।
ঠেলে ঠেলে উঁচিয়ে আসছে ডিসেম্বরের জাহাজ
তাতার এই মানুষরূপ
চাঁদ চাঁদ মাছেদের ছায়াসাঁতার।

সূর্যলেখা জমছে আগামীদের কবর।
শব্দের ভেতর শব্দ, প্রস্তরের ভেতর প্রস্তর
উইঢিবি, একটা একটা ফুলগাঁথা
একটা একটা নিকোটিনের ঠোঁট
ছড়িয়ে পড়ছে লুকানো বিবাহের
যোনিফুলে।

সমস্ত গাছ

গাছ হয়ে ঘুমিয়ে আছ,
ফলের জন্য দাঁড়ানো।
পাতা ঠেলে আস্তে আস্তে তাকানো,
তাকানোর বাঘ।
দুপায়ের মাঝখানে লতাপাতার জিন
প্রজাপতিদের রঙ বদলের ধারণা।
কত পাখি বিষ্ঠা ছুঁড়ে, কত শক্তি
মাটির ফুল, মাটির গর্ভ।

মধ্যরাতে এক বাচ্চাগাছের শব্দ আসে-
ওয়াঁও থেকে ওয়াঁ... ওয়া ওয়াঁ... না।
ঝুম ঝুম রক্তক্লাথ ঠেলে বের হয়
মাথা ও মুকুর।
বাকলে দুধের বাটি ছড়ানো
নতুন ঠোঁটের কামনা- লাল
এই তো মাতৃজ্ঞান, এই তো কাঙ্গাল।
সাদা থেকে একটি সকাল একটি স্কুল।

শহিদ পাখিগুলির পাশে বসে

বাইরে এসে সেই নিঃশ্চুপতাকেই খুঁজছিলাম।
আশ্চর্য সেই শহিদ পাখিগুলির পাশে বসে
তাদের ক্ষতস্থানে বিদ্ধ হয়ে যাওয়া বুলেট-
নাকি পেরেক এমন
শিকারির আগুন ধরে,
শেষ উড়ালের স্মৃতিখণ্ড! ডানার নিচে এমন
কচি চারাগাছ গজিয়ে উঠছে সন্তানের মুখ পরে।

তেমন একটা ধুলোপড়া বাতাসের ঘোড়াক্ষুরে
জলপাপোশের নিচে আস্তে আস্তে পাতা উল্টিয়ে
একটি সবুজ বালির মুখ থেকে

একটি মৃগতৃষ্ণা,
একটি পলায়নমুখর
হরিণশিশুর মুখে হা করা
প্রত্নসম্বর আর ঘনায়মান শীতের ছায়ার দিকে
পাতাঝরার অলৌকিক রক্ত-ম্যাজেন্টা।

সুন্দর

তোমাকে দেখে দেখে
গুলি করার কথা ভুলে যাব।
এই প্রহরীদিবসে
সকালের জেলখানা- নদীপথের ফুল।
বোতাম খুলে আজ
সবটাই দেখব, চরাচরে হাঁসের মৌসুম
বোকাদের ব্রিজ, এইসব অতি কমলাফল!

তোমাকে দেখে দেখে আজ কবর দিয়েছি
বীরবাহুদের। রণক্ষেত্র শূন্য,
পথে পথে মাদুর খুলছে
আর ঝাণ্ডা উড়ছে স্মৃতি-পালকদের।
আহা আমার গোলাপপ্রতিভা
আজ আলোস্তন হয়ে বিছানায় ফুটল
আর সমস্ত আগুন সাজিয়ে তুলল
নিম্নমুখী মেঘ!

সংসার

কবিতা থেকে দূরে সরে যাবার পর
না-শব্দে শুয়ে থাকি। আর দেখি মেয়ের মুখে
বাবলা গাছের ছবি।
অতি দূরের স্কাইলাইট
তিতির বন্ধু, মিমিক কাঠবিড়ালি।
এই প্রথম শীতের মিনার আর বসন্তলেখা
জানালা দিয়ে কাকাতুয়াদের হালাকা।
তখন জল একটা আকাশ
মাছরাঙাদের সিমেট্রি।
কবিতা থেকে দূরে সরে যাওয়া পর
একটি পেঁপেগাছ, কবজিকলম রেললাইন
উড়ে আসে মায়ের লেখা শেষ শীতের চিঠি।
সোনার অক্ষর ধরে সাঁতার কাটে জেলিফিশ
ভূ থেকে বিভূঁইয়ে জাহাজের পিউ কাঁহা রব
আর সমস্ত ডলফিন জুলেখা মারমেইড!

সন্ধ্যা

ঝুলেছে সন্ধ্যা নারীর ভেতর আহা।
যেন পিরামিড তন্তু— প্রত্ন পেটে!
মমি মমি আহা জ্যান্ত সিপাহি কাটে মাংস
দেখছে হারানো হাতের তীব্র জাদুরেখা।
একটি শিশুর গন্ধ কখনো শরীর জুড়ে কি বাজে?
যেন বা জননী স্বপ্ন মর্ম পাথরে ফুটেছে আহা।
আমি কি জন্ম-অন্ধ তাড়াই আলো
শিকারিদের দেশে? যেখানে মাছেরা ছদ্ম সন্ত
রক্ত রক্ত ভালোবাসা আজগুবি খেলা!
বলো মুজতাবা বলো। প্রশ্ন আগুন আহা!

কবিতা

আমার কবিতা কি তোমার জন্য খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে?
এর নাম, শব্দ, গতি বা ঘূর্ণন— কিছুই বুঝে উঠতে পারছো না?
তার চেয়ে চলো সেই বিচ্দিনের গল্প করি।
যেমন একটা লাল কাঁকড়া কীভাবে প্রেমিক হয়ে পড়ছে
কীভাবে শুঁড় তুলে খোলা স্তনের দিকে তাকিয়ে আছে!
যেহেতু তোমরা শুধু সঙ্গম চাও, চাও নিদ্রাগাছের বেবুন
অথবা ধরো শীত রাতের ট্রেনটার কথা,
তোমার কি মনে হয় না সব মানুষ উড়াল চাইছে অথবা
যার যার পাতা খুলে আগুন বানাতে চাইছে!
ধরো না সেই ব্রিজটার কথা।
তুমি ভাবছো আমি আত্মহত্যার কথা বলব
যেমন বিদেশে ঘটে এমন। না, তার চেয়ে আমি
ব্রিজটার নিচে সেইসব ঘুমন্ত মাছশিশুদের কথা বলব।
কীভাবে ওরা মাছ জননীর উমের ভেতর সূর্য হয়ে বসে থাকে!
তাহলে এইসব খুব সাধারণ কবিতা। তোমার মাথা ধরাও থাকছে না।
কিন্তু ভুলে যেও না। সব কবিতার শেষেও আরো কবরখানা থাকে।

জালিম

খুশবু জানিয়েছ দূরে, হাওয়াপীরে
নামে ধীরে বসন্ত-মুরশিদ।
মুখ থেকে লাখো শব্দ-সুলতান
আমাকে কেটেছে শত ঝুল
ঝুলন্ত কালামে!
একটা মায়াহারমোনিয়াম করেছ গান
শত গোলাপের কোরাস তোমার নাম।
জালিম।

ঠোঁট থেকে শিস বাজে
জল জুলেখার গন্ধপাখি তিরতির!
যেন একশ একটা শিকারি দৌড়ায়
উড়ছে ময়ূরের রক্ত— রঙ্গিন।
চোখ দিয়েছ পিপাসার আগুন
না পারি বলতে, না পারি ডাকতে
ফুটেছ জুঁই, জামরুল, লাল কামিজের বনে।
আমার কলিজা কাটা জলে
আজ ডালিমের বাগানে পড়ে আছে আঙ্গুল।
জালিম।

হাওয়া উৎসর্গ করো

হাওয়া উৎসর্গ করো। এ দেশ আমার নয়।
হাজার হাজার মেষপাল ছেড়ে
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-পাখি অধিপতি।
আমার শুধুই লাল মোরগের ঝুটি
যেন পতাকা উড়ানো লাল কেল্লা
মসজিদ মসজিদ।

আমি সব পথ ঘোড়া করে নিয়েছি।
তুমি স্বাধীনতা করো, ঠোঁটে নিয়ে আসো
ক্ষুদিরামের ফাঁসি। ওহো ওহো
যেন আহমার করে আসছে বল্লম, তীর।
চারদিকে অপার বাজুকা ধ্বনি—
নাচ করে মাছ মাছ, মাছের শিকারি।

হাওয়া উৎসর্গ করো— ছাতিমের বাংলা
আমি তাকে আরবি নেকাবে নিম করে নিই।
বাজো বাঁশি, বাজো আকাসিয়া ব্লু-গামের ডালে।
দেখ— উপত্যকা দিয়ে দৌড়ায় হারানো চিঠিমেয়ে
তাকে আমি জুলেখা করে পাই সিনানের পথে।
যেন তার আঙুলে ইউসুফ ইউসুফ রব
যেন একটি কলিজা কাঁপে ভেলভেট ওড়নায়!

জনপথ থামো। থামো উড়ন্ত ডানার নিচে
গোত্তা মারা মেঘপীর।

বাদ ইশা

কীরকম ঘোর লাগে বাদ ইশায়। আশ্চর্য! সব রাস্তা নদী হয়
ডানা পায় চন্দ্রজীবী নারী মৎসকূল। দু'চোখ আন্ধার হয়
দেখি লক্ষ ঝাড়বাতি কল্বের ভেতর।
আল্লাহ আল্লাহ রব—বেমালুম ভুলে যাই নাম ও সাকিন!
দুরুদে প্রহর কাটে– প্রিয় নবী মোহাম্মদ– রাহমাতুল্লিল আলামিন।
ফুলে ফুলে মা চাই, মায়ের নামে পাঠশালা খোলা
শত মক্তবের আরবি অক্ষর।
আমি শূন্য আমি ধন্য অসীমের মাঝে। যেন গাছপোকা
নিজেরে হারিয়ে খুঁজি কালো সব গোবরের পাঁকে।
সাত আসমান জোড়া লাগে, সিরাজ সিরাজ করে বৃষ্টিভেজা
পলাশী প্রান্তর। তুমি থাকো দূরে, তবু খোলে চোখ যেন
মাঠে মাঠে নেচে উঠে হিরামন কইতর।
কে পাগল কেবা নিরঞ্জন
কার আছে সোনা, রূপা, ভাড়াটিয়া কবি?
সবই হাজির হয়– রেকাবে কাবাব পোড়ে
জলপাই পাতা জানে মাংস পোড়ার খবর।

কীরকম ঘোর লাগে বাদ ইশায়। আশ্চর্য! কাকপক্ষী কথা বলে
ঠোঁট মেলে কাছে আসে লাল, নীল বট বল্কল।
ভাইবোন বাতি ধরে– তাদের কবরগুলি দুধসাদা ঘর!
নিজের ভেতর নিজে জ্বলি– যেন সারাগ্রাম জ্বলছে পিপাসা-ধুপে
তুমি নাই আমি নাই, ঘর করে জিন পরী, পিপড়া সকল।

রুমি

সোজা পথেই ছিলেন মাওলানা
সিরাতুম মুস্তাকিম
সালাত আর সিজদায়
আলো আর আখিরায়।
একদিন কোন কুহক এসে
ডেকে নিয়ে যায়
শারিয়ার বাইরে, অন্ধ
            দাল্লিনে!
নিজের ছায়ার কাছে ঘুরে ঘুরে
আজগুবি নাচ, গান বাজনা!
যে কাজগুলি করেন নাই
স্বয়ং রাসুল অথবা সাহাবা।
কোন কুহক এসে ডেকে নিয়ে যায়
তার নাম কি জালালউদ্দিন
তার নাম কি তাবরিজি শামস?

চে, ফিদেল ও এক টুকরো চাঁদ

পাতা ও ফুল ঝরে
আরহেনতিনার বনে।
জলের পাশে চিরদিন
কাকাতুয়া ও কোকিলের গান।
বিপ্লব আর না-বিপ্লব
স্বপ্ন আর না-স্বপ্ন
এরই মাঝে
মানুষের খুলি আর হাড়।
মৃতদের ভায়োলিন বাজে
কালো এক চার্চের মাথায়।
আর এক টুকরো চাঁদ
জেগে থাকে
হাভানার রাতে।

প্রতিবেশী

প্রতিবেশীর কথা আসলে
আমার ভাত খেতে ইচ্ছে করে।
ঠোঁট জিহ্বা
পাকস্থলির মাঠ লম্বা হতে থাকে।
আর একটি
লেবুগাছ তার সামনে হাতিপাড়া গুলশান
এসব অতিসিনেমা বাগান দুপুর বিকাল
আস্তে আস্তে ডোল কলমির দোলা।
তারপর যুবতিজানালা– তার অশ্রু
সঙ্গমের আখ্যান। ন্যাংটা একটা মহিলা
তার মরে যাওয়া সন্তানের ম্যুরাল।
সাদা একটা বিড়ালের মিউ
এসব আলজিহ্বা
নগণ্য রঙ ও রেখা।

কিন্তু
আমার প্রতিবেশী এরকম কেউ নয়।
সে শুধু লম্বা একটা নিম গাছ।
দু'চোখ বাড়িয়ে সে আমাকেই দেখে।
আমি ঘুমিয়ে গেলে শীত উঁচিয়ে ধরে
আর আমার মেয়ে স্কুলে গেলে দরজার
সামনে একটা পাতা ফেলে রাখে।

পানিপথ রিটার্নস

অনেক আগুন নিয়ে জল হয়েছি।
নদী এসে একটি মেয়ের মুখ- ঘুমন্ত সাম্পান।
পাশা খেলাও শেষ। পালিয়ে দরবেশ সেজেছে
বহুপীরের ডাকাত। আর দূরে ফোটা ছাতিম গাছ
লিখছে তুষার পড়ার সন্ন্যাস!

মানুষেরা বালি মাখছে কয়েদিপায়ে।
এতদিন পায়ে পায়ে শেকলের ভাষা
হিংসার রঙ– ডালিম ফাটানো লাল।
স্বপ্ন– ধনুক, স্বপ্ন– চুনারুর লেলিহান খাঁজ।

রোদের চুমুক এখন মাটির দুধ হয়ে আসছে।
হলুদ জবার মতো নতুন হাত তোমার!
আমার আর শহিদ হতে ইচ্ছেই করছে না
এই ঘোড়া-হাঁকানো শয়তানের পথে!
শেরশাহ আর হুমায়ূনের কবর উঠুক
কলিঙ্গ প্রদেশে।

পলাশী রিটার্নস

আঙুর খেতে খেতে একটি যোনিফুলের কথা
মনে পড়ল। আহা! এই ভর দুপুরে হারবার ব্রিজের
নিচে আমার ছায়াগুলো মাছ। হা করে খুঁজে চলেছে
পাতাল দেশের মারমেইড।

আজ লাল কানকো দেখতে দেখতে সূর্য ডোবার
কথা ভুলে গেছি। হাতভরা ঘুমন্ত শ্যাওলা
গন্ধ শামুকের মালা। তোমার বুক হোক বিচ
সীগালের গালিচা! দেখো– সিপাহসালার মৃত।
ক্লান্ত হাতির দল ঘুমিয়ে পড়েছে
মৃত্যুপাগল মথ-রমণীর কাছে।

জুতা দেখে নবাবকে চেনার উপায় হারিয়েছি
নৌকার গলুইয়ে। ছায়া গাছ– ছায়া তাহিতির
আঙুর ফলের বাগান। দূরে যাবে ভাবী বধূ।
তারার দিনে বিছানা কেন কাঠ আর কাঠ!
আমরা ভাত খেতে খেতে উড়িয়ে দেব
লর্ড ক্লাইভের ছাই।

কাশ্মীর

চিনার গাছ, তোমার পাতায় আমার বোনের রক্ত।
বরফ মাখানো পাহাড়ে আমার ভাইয়ের হাড়।
তির তির করে বয়ে চলা জেহলাম
আমার মায়ের কান্নাগুলো ছলাৎ ছলাৎ নদী।
অই যে সবুজ তুষার ঢাকা মাঠ আর মাঠ
সেখানে শুধু বুটজুতা আর মেশিনগান!
পৃথিবীর একমাত্র ভূস্বর্গ
কীভাবে শয়তান এসে নিয়ে গেছে তার প্রাণ!

ও কাশ্মীর ও আমার ফিলিস্তিনের বোন!

স্মৃতি বিষয়ক

অনেকদিন ধরেই দেখছি– নাম পাল্টে নামের
ভেতর অজগর ও গাছ। ফুটফুটে জোছনায়
মায়ের হাতের তাসবিহ। আলো আর আদিম।
দুই জায়গাতেই ইশক খুলে বসে আছে
জলভাষার কামিল। বুক ভরা শ্বাস।
ব্যবধানের নৌকা এত গতিময়– যেন
হিজাজের উট। নিয়ে যাবে দূর নিখিলে
অনন্ত রাশেদিন। পথ কাটে, পথ কাটে না।
সারা পথজুড়ে কামান করে– হাবিল আর কাবিল।
যতই আজ ভালোবাসো, সাদা পতাকার কথা বলো–
খুন হবে একজন!

#

একটা ড্রাগন পাখির কথা ভাবা যায়।
অতি দূরের বাগান মারিয়ে আগুনফুল
ডানা ও পিস্টন। রাত্রির মাঠ যেমন
সেনাছত্রীর কারুকাজ। টিনের চালায় বৃষ্টি আর
জলকামানের দান। তুমি তান করে আসো আর
মেয়েটাকে শেখাও কাফন পরার গান।
দিনে দিনে কত চুম্বন বয়ে গেছে
রক্ত করবীর মতো।
তবুও আজ মাটির কলস, চিনেবাদামের ফুল
এসব মাতৃচিহ্ন– তরবারি বরাবর। নাচ করো
ভবিষ্যতটাও কাটা গাছের আড়ালে শয়তান।
ঘণ্টা পড়ছে আর ডানা ঝারিয়ে
উড়ে গেছে কালো একটা শুকুন।

কাগজ সম্পর্কিত সবকিছু

জবা একটা গানের নাম
কাগজ খুলে পৌঁছে দিয়েছি সমস্ত সুর।
বন্ধ ঘরে তুমি শোনো। দিকে দিকে জরায়ুর গন্ধ
ধাত্রীগ্রাম।
কখন মাকে যে একটা অক্ষর হতে দেখেছি!
শুয়োপোকার মতো এই স্নেহপ্রবণতা
আমি যাই ভাবি সেই কালো নাড়ি হয়ে আসে।
হাজার হাজার ময়ূর ফলছে কথায়
আর গোলাপ ফোটে রোলটানা দাগে।
তখন ১৯৮৮ সাল। চারিদিকে থৈ থৈ বন্যা।
আমি মার কাছে পৌঁছতে চাই
কিন্তু পা মাটিতে যাচ্ছে না। এটম বোমা পড়ছে!
নাগাসাকি নাগাসাকি। আমি সমস্ত নৌকা নিয়ে
দাঁড়িয়ে পড়ছি সাদা কাগজে।

#
অনেকবার অতিক্রম করতে চেয়েছি ঘুঘুফাঁদ
তবুও ফিরে আসি মিশরীয় মেয়েদের তন্দুরে।
তারপর চীনা বাঁশকলমের রূপটান
আহা আহা আমার বাল্যকালও
তলিয়ে যায় শত হিরণ্ময় লেগুনে!
যেমন মেয়েটা আঁকছে মাছ, মাঝি, উড়াল নদীর।
ভাবি— কেমন নিরাপদ এই প্রথম বিশ্ব!
হত্যাকাণ্ড, রিফিউজিদের তলিয়ে যাওয়া নৌকা—
এসব সে জানেও না! শুধু আমি এই শীতভোরে
তুলোর একটা মমি লিখে রাখছি খাতায়,
রক্তখেলা বন্ধ হোক পেছনের বারান্দায়।

#
হারানো হাতিশালের কথা শুনি
পুণ্ড্রনগর থেকে হাতিগুলো হেঁটে আসছে এদিকে।
সীমানা সরাও, এই তরবারি-গাথা তাঁবু
তার নিদ্রা ছেড়ে কেউ জেগে উঠল সিন্দুকে।
দেখছে বোকাব্রিজ— পথচলাদের শীত
তাদের মাফলারের নিচে গোপন কয়েদখানা।
একটি মুখ তৃষ্ণাসমেত– এই চাঁদতাড়ানো রাস্তায়
মৃত কবুতরের চোখের মতো ফালাফালি।

আর সেই প্রথম ওড়না জড়ানো মুখ
তার বাহু, বাঁকা চোখের হারাকিরি
বিবাহ বাসরের নামে জিন্দা এক মাহুত
এই কাগজে!

#
সমস্তই মিথ্যা করে আনি। একটি ঝিঙ্গা ফুলের ভায়োলিন
আর ন্যাংটা আপেলের রোদ অথবা দূর্বাফোটানো মাছি।
এইসব চূর্ণসন্ধ্যা নামানো সা-রে-গা-মা। এক পাগল মৌরানি
তার মো মো উচ্চারণ, চিড়িয়াখানার বাঘের থাবা থেকে
উপচানো হরিণ- সবকিছু একটি তলিয়ে যাবার মধ্যে
জমে থাকা প্যাপিরাস!

জঙ্গি

জঙ্গ করে এনেছি জবাদের রঙ
গন্ধবিহ্বল কস্তুর উড়ুক তোমার ইশকের ডানায়।
আজ লাল দেখে তাঁবু করব শত্রুঘেরা সীমানা সমরে।
বলো কী বর্মে ঢাকো চুম্বনের রাহুগ্রাস?
ঠোঁটের সবুজে খুলে দিয়েছি ভূলুণ্ঠিত, বোকা শিরস্ত্রাণ।
আমার জয় হোক— চন্দ্রলিখন ঘুমন্ত গোল বেআব্রু আপেলে!
বলো আজ ধানে ও ধ্যানে মরেছে সিপাহিদের ঘোড়া।
কপিলাবস্তু শেষ, রক্তমাছি থেমে গেছে অশোকের কবরে।
গোলাপ তোমার মুখ তোমার বুক থেকে নেমে যাক
মরুবালি বরফের চূড়া।

স্কুল

ঝোপ জঙ্গলের পাশে স্কুল। এখানে কোনো এডমিশন লাগে না।
শুধু গায়ের গন্ধ দেখে ভর্তি করানো হয়। তুমি মাটির তৈরি-
তুমি আদমের পাঁজর। আজ ছড়িয়ে ধরো গন্ধরানিদের হামাম।
ধীরে ধীরে তোমার শরীরে গাছ ওঠে। নিচে পাতা আর পাতাবরণের
এক ঝিম মেশিনের কুচকাওয়াজ। আমি প্রত্নবাকল খুলি—
দেখি– শিরা উপশিরায় আক্রমণকারীদের লাল হেমিস্ফিয়ার।
সেখানে কত জন্ম আর রক্ত পড়ার সাটোরি।
রাত হলে মাছের কানকোয় রোলকল করি
তুমি ডিম ছাড়ো তুমি হা করে খাও
এই ডুমুরফলের বাদামি সন্ন্যাস।
বেভুল এক সূর্য– সদা হাজিরের কথা ভুলে যায়
আর রাত্রিশিকারিদের গান লেখে।
তুমি বিছানা পাতো আর ঝরনা-স্নান থেকে নিয়ে আসো
মৎস্যনারীদের দীর্ঘরতির আর্যুবেদ।
আজ আমার স্কুলে চন্দ্রতারাদের আর্দশলিপি।

দ্বীপ

মাটির ওপরে মাথা। আমি কি ডরাই?
আমি কি লুকিয়ে থাকি নিওলিথ ভেড়াদের পশমে?
আহা সেই গার্হস্থ্য-কলম!
সমস্ত প্রার্থনা শেষে কার আঙুল দেখা যায়—
কার ডানা পুড়িয়ে বেদনামিথুন আসে?
তার কথা ভেবে ভেবে পরিখা খুঁড়েছি
কখন ডাক পড়ে, কখন বারো দেশের আওলিয়া আসে!
দেখি স্বর্ণ তলোয়ার দেখি যুদ্ধকামিন টানছে
শয্যাত্যাগীদের লাশ।

কার আলিঙ্গন জড়ায় গুপ্ত সিপাহিদের?
কখন সমুদ্র দেবতার খুন মেরে জেগে
উঠেছে ফিনিক্সের জাহাজ!
তুমি কি তীর্থযাত্রী? পরকাল চেনো?
হায় আমাকে ফেলে যেয়ো না ডাকাতদের কবলে!
আমি বাইপাশ করে ময়ূরের আড়াল শিখব—
জিহ্বায় গাঁথব তালপাতাদের গ্রাম।
আমি কি শস্যসমর নই যবচাষীদের দলে?
আমি কি মহিষের গাড়ি করে পৌঁছব না
ভাড়াটে দরবেশের শুক্রকীটে।
দেখব লাখো ছেলেমেয়েরা জলপাই হয়ে বসে আছে
স্মৃতি ভুলানো– ডাইনি দ্বীপে।

জানালা

অনেক রৌদ্রপাখি মেলেছে ডানা।
তার রঙ ধরে
আমার একলা একা কবিতার তল্লাট।
বৃষ্টি ভেঙ্গে গুটি গুটি মাছ—
            ঐরাবত সাঁতার
ঘন স্রোতের মাঠ আর মাঠ।

গোলাপের গৌরব থেকে
লাখো লাখো লাল। গাছে গাছে
লম্বা ও নিরাপদ ছাদ। উঁকি মারে
দেয় বিলিয়ে সাদাদের রংবাজ।
রাস্তায় রাস্তায়
সাজোয়া সেনা, সেনাদের ভৌতিক
কাহারে কাটে রাইফেল ও দূরবীন।
চুলে চুলে কোথাও রেখেছো হাবিলির ছায়া
            তার কামলি ধরে সিঁড়িগুলি রাত।

আম্মা

অস্ট্রেলিয়াতে কী সুন্দর সব রাস্তা
আর বাড়ি!
যেখানেই যাই জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে
বিচের বাতাস আর বালি
আর সী-গালেরা ওড়ে।
উড়তে উড়তে
আমার মাথার ঠোকর মারে!
আর সেই বাড়িগুলির দরোজায়
দাঁড়িয়ে থাকে মা।
আমার গাড়ির সাথে মা ঘুরে
আমি যেখানেই যাই
মা কেবল ঘুরতেই থাকে!
আর বলে ‘বাজান তুই আয় তুই আয়’
আমি দৌড়ে যাই মায়ের দিকে যাই
যেমন হাজারিবাগের বাসায়
বসে থাকত মা।

একদিন একটা ঝুঁটিওয়ালা কাকাতোয়া
হাঁটতে হাঁটতে
আমার গাড়ির সামনে আসে।
মায়ের মতো সাদা শাড়িতে দাঁড়ায়
আমারে কয় ‘কিরে বাজান তোর মুখটা
এমন শুকনা কেনরে, বাজান?’
আমি কথা বলতেই উড়ে যায় পাখি
সারা রাস্তা আর মাঠ মাঠ বাড়ি
কাকে আমি ডাকি!
অস্ট্রেলিয়াতে কী সুন্দর রাস্তা
আর বাড়ি!
গাড়ি ঘুরে ঘুরে মায়ের দিকে যায়।
সব দরোজায় মা দাঁড়িয়ে থাকে
মা, আমার সব সময়ের আম্মা।

স্প্রি...চ্যুয়াল

দেখা আর না দেখার মাঝখানে একটি কাঁটাগাছ
তার রক্তপাতা কানাপাখি ছলনা
তার গুপ্ত শিকারি কাজ।
নিচে পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা, এই নিজ হারানো
না-হারানোর ভাষা। ভাষার বাবেল ঘিরে হাড়, মাংস চূর্ণ,
পূর্ণ দিবারাত্রি পূর্ণ, ঘন আক্রমণ- দূর্গ ঘরবাড়ি হানা।

জ্বলে নতুনের আগুন— তার পানি তার রক্তগুঞ্জন, শিহরণ
পথে পথে হাজারো হয়রানি—
তার বুক চিরে বিদ্রোহী– করে চূর্ণ মূর্তি, আমারই।
যে বসে আছে আসনে—তার ইচ্ছা তার ইশারা
তার জাহিরি বাতেনি তেলেসমাতি।

মিনারে মিনারে কে ডাকে, কে সন্ধ্যা আর সকালে
সিনায় সিনায়– তার স্পন্দন শুনি নিত্য, আমি।
কারা আসামি, আর কারা কিনে আনে বিশ্বাসের মাথা
দীর্ঘ দীর্ঘ ভরসার খনি।
তাকে চিনি না চিনি, এই অশান্তি
চিরদিন এই যবের ঘানি টানি। দিকে দিকে পরিখা, তাঁবু
দেশে দেশে মানুষের সংঘ সংগ্রাম বাইসন, বেইমানি।
কীভাবে আমি আমার মাতৃজন্ম, গোলাপ জরায়ু
আবার মাঠে মাঠে কামান বন্দুক, ডাকিনি।

স্বপ্ন ঘটে, স্বপ্নের ভেতর যত কোরবানি। এই ঘুম
দাড়িয়ে থাকা ট্রেন– ঘুরে ঘুরে বুকের মাঝখানে পাথরে
দ্রিম দ্রিম চলা, না চলা
এমন স্থির অস্থির ভাসমান উড়াল।
শুধু দূরে থাকে শুধু নিঃশব্দ নিঃশব্দ স্রোতস্বিনী!
ব্যথা কাগজে না হোক– কাফনে সবুজ একটা
বাঁশ দিয়ে বানানো ঘর– যেখানে এই বিচার সভাসদ!
জন্ম যখন আমার ইচ্ছাতে না হয়
কেন তবে জিজ্ঞাসা, না-জানি!

লম্বা দুপুরগান

লম্বা দুপুরগান। গড়িয়ে পড়ে রোদের বাগান।
পেইন্ট-পাখিতে চঞ্চু, টুপুস পাতার সবুজে নাটাই।

যা ছেড়েছি আকাশে– বাল্যপরীদের কামিজ, জলপাই
সাথে রক্তকরবীদের ময়দান। দাউ দাউ মায়া জ্বলছে
প্রজা ও দরবার।

কীভাবে সেয়ানা দেব ময়ূরের চোখে!
আমি প্রেমিক ও ডাকাত। লুট করে বিলিয়ে দিচ্ছি
খুশবু ও সন্তান। চিন চিন ব্যথা চলে
বিলাবং ছলাৎ ছলাৎ।
একলা একা বিছানায় শুয়ে দিনপার
কবর থেকে কবরে– জবাগাছের দূর সমান।

পাঠক তোমাকে

পাঠক, এই কবিতাটি যে কোনো জায়গা দিয়ে শুরু করা যাবে।
এর কোনো মাথা নেই লেজ নেই এর যে কোনো দিক দিয়ে
চোখ ঘুরানো যাবে। যেমন প্রথম মধ্যম বা শেষ ভাগ
যে কোনো দিক থেকেই ঢোকা যাবে।
আপনার কবিতাজ্ঞান না থাকলেও চলবে আমি সেভাবেই লিখছি।
দেখুন দেখুন কী হালকা এর গড়ন! কী মনোরম এর চলন!
শুধু মনে করতে থাকুন কীভাবে শব্দ উড়ছে
কীভাবে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে একটা বাঘ
একটা শিকারির বন্দুক কীভাবে টানটান।
যেন সিনেমা, নিমেষেই জান বাজির দৌড় আর রক্তপাত।

আর খাবো বলে একটা আপেল রাখছি টেবিলে
সেই লোমগন্ধ সেই আপেল বাগানের গোল শীত
আর কুমারী শ্রমিকের ঘাড়ে নীল তিমি জুনিপার।
এসবই আপনি দেখতে পাবেন আপনি একটুও নড়বেন না
প্লিজ। কারণ আমি একটি চিকন দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছি।
আমি সবাইকে ত্যাগ করে এক ঝিম কাগজের
ভেতর কলম হয়ে বসে আছি।
আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি এই কবিতাটি একদম সহজ।
কবিতাটি আপনি যে কোনো জায়গা থেকে বড় বা ছোট
আরো মায়াবী আরো সেক্সি করতে পারবেন।
ইচ্ছে করলে এর একটি হাত পা বা এক জোড়া চোখও
লাগাতে পারবেন। অথবা আরো ঝুঁকে আপনার বুকের নিচে
লুকানো সাপের বিষ মিশিয়ে আবার আমার কাছে পাঠাতে পারবেন।
আমি আপনার জন্য একটা দরজাও খোলা রাখছি।
মনে চাইলে এর জন্মগ্রহণ এর পূতিগন্ধ, কাটা ভেইন
সেভলনের ঘ্রাণ সব ফেলে চলে যেতে পারবেন
অবশ্যই।

স্তব্ধতার পাশে

হারানো শব্দ-লেগুনে পিপাসা গড়িয়ে পড়ছে
শূন্য লোহার খাঁচা– শূন্য দিব্য গুলিস্তা
মাথা থেকে নাই-মাথা মাঠ গজিয়ে উঠছে।
স্তব্ধ শালিক স্তব্ধ তিতিরের কুহু
লুপ্ত কায়ায় জানাও গোলাপ ঝরার মায়া।

একটু আড়াল শরীরে একটু অন্ধকার ছায়া
ওষ্ঠে ওষ্ঠে গান বাজে বাহাদুর ছলনা।
সত্য ছলনা সত্য আকুল শিকারির হামলা
ধনুক বাঁকিয়ে চমকে আসবে গিরিবাজ সেনা।

সেইখানে আজনবি সেইখানে বীরবাহু রুস্তম
বাহুতে আগুন নিত্য– সিনাজীবীদের পাহারা।
রাজা না ফকির– কে ট্রেন লাগায় ঝিম ঘোড়াশালে?
ট্রেনের ভেতর খাটিয়া লাগায় কবি না ফারিস্তা!

পিপাসা আর লাল লেজের ড্রাগন

ঘুমিয়ে থাকি। নাকি না-ঘুমাই?
এমন জ্যু-পরিধি এমন বিরহ কামাল
কার চোখের গর্তে খাঁ খাঁ চাঁদ!
সত্য এই যে– জানালা দিয়ে একটি
পিপাসা আর লাল লেজের ড্রাগন
একটা ট্রেন তখনও অলস বেড়াল।
ভিজে ওঠা আঙুর ফলের পাশ দিয়ে—
এভাবেই আমি ক্ষুধার্ত শেয়াল!

#
কতক্ষণ শুয়ে থাকলাম।
কোথাও বোমাবাজি হল না
শুধু গুপ্ত একটা চিতা বুকের মাঝখান
দিয়ে নেমে পড়ল কোথাও।
ডি... ডি শীত পড়ছে
পশম আমার সোনার পশম
কলকলিয়ে রক্ত ঝরছে– যীশুর হাতের ভেড়া।
রাখাল ডাকি– বোবায় জবান
বরফ আর মাফলারের কুয়াশা দিয়ে দেখা গেল–
কোন জলপ্রপাতের নদী।

#
আর একটা মুখও থাকছে না।
শুধু ভাষা, ইট পাটকেল, কম্পু– জাঁতাকলে।
বন্দি ঘুমন্ত, কচ্ছপ পড়ছে সিপাহিদের বাগানে
শত্রু থাকছে ইলেক্ট্রা আর ইলোরার গোপনে।
দোকান উঠছে দোকান নামছে
সেই কলকাকলিতে হারিয়ে ফেলি
তোমার কয়লা ও কামার।
জানি শত্রুরা আসবে টিটি.... টিপি
তার গা জ্বালিয়ে বাসা করবে জলকামান হাঙর।
আগুন দিই আঙুল সারিয়ে তোলো। গান দিই
বেহালা বাজিয়ে তোলো।
ভাড়া করে এনেছি আজ রথখেলার সাকার্স।

মুগ্ধতা

দূরে থাকা মাছের নিদ্রায় মুগ্ধতা।
যে কাটে কানকো চিরে
সুতানালি সাপটির দাঁতে,
এই মুগ্ধতা থাকা না-থাকার
মুগ্ধতায়।

লিখলাম এইসব না-শোনা পাখিদের
কুড়িয়ে আনা জিন্দা সব
ঝরনার কথা।
আর সকালের খরগোশ
তার দুধসাদা শরীর পড়ে আছে
কালো পাতাটির ক্যারোটিনে।
প্রথম প্রজাপতির
বিষ্ঠা ত্যাগের জানালা এটি।

স্ট্রবেরি আর ঘাসগন্ধের তরমুজ থেকে
ভেসে আসছে প্রথম রজঃস্রাব
তার দিকেও মুগ্ধতা মায়ের।
কেননা বাবা জানে
সব মেয়েই আসলে বাবার দিকে যায়!

জলের একা

বালি থেকে এইসব হওয়া না-হওয়া।
কাগজে কাগজে অক্ষর জ্বালানোর মোম
জাগে আগুনের চি...হি। জলের একা এই
দূর-দ্বীপদেশ। সেরিনাদগুলো লাফিয়ে উঠছে
সন্ধ্যায়।

যা ভাবছি ভাবনার গাছ
পাতা ছড়িয়ে সবটুকু বাড়ি।
সমস্ত রৌদ্রগুলো মাছের জাত
ডিম ছেড়ে জাগিয়ে রাখছে শিকারি।

ছড়ানো বালির দিকে
ঘুমিয়ে আছে যোনিবেড়ানো কাঁকড়া।
রক্তচক্ষু পেরিয়ে ভালোবাসা শেখাও
শব্দের ওপর জমছে আঙুলের গুণ
নরম চোখের হলুদ।

কিছু সুন্দর

১

কিছু জেলখানা পড়ে থাকে বিকালের গল্পে।
আর শূন্যস্থানে তন্দুরের ফুল।
উড়ে আসে লম্বা গলার জিরাফ
আগুন।

বায়ুবলি বায়ুবলি– কে আমাকে চড়ায়
এই লক্ষ তারার হেমিস্ফিয়ার?
গুপ্ত খুন এই ব্যবধান– হিম ডাকাতচোখ
পিছলে পড়ছি সব হারানোর
ব্লাকহোলে।

যুদ্ধ করে ফিরে আসে সব ভাষার গোলাপ
আর কেউ জলে হাসিস গাছ লাগায়।
ইংরেজ কবির কথা সত্য হয় না
গলে যাওয়া স্তনে!

২

অনেকের অনেক ঢেকে দিয়েছি
আজ ছায়াহীন শহরে
তোমার কথারা মাছ হয়ে ঝরে!
আহা নীল লেজের গুতুম
আঁশটে দাগের বেহালা
নীল কানকো-পেটের গোপন হারাকিরি!

আজ কী গন্ধ লিখে যেতে বলো?
দিকে দিকে তোমার লাল
তোমার খুশবু আফিম
পাহাড় থেকে নেমে আসা
ভারি ভরাট সাপ! বোঝাও আমাকে?

এত অদৃশ্য সেজেছি শিকারিদের সংগীতে
ভাষাকচ্ছপ, ভাষানিদ্রা এসব বোমারু মুহূর্ত!
বোঝাও আমাকে?
মানুষের কোলাহল শেষে, চুম্বন ঠোঁটে
সবুজে লুকানো নিদ্রাহীন ঘাস হয়ে আছি।
তোমার পিঠ বেয়ে কখন নেমে গেছে
মাছশিকারিদের চাঁদ।

ক্রাইস্ট

ইহুদিরা শান্তি চাইছে!
শীতে-ঢাকা ভক্তদের সমাধির মুখ
পায়ে হেঁটে যাওয়ার অনেক অনেক দূর
            ক্রমশ শেকলে বাধা ছায়া, পথ।

ক্রুশগাছ এরকমের
রক্ত জবাফুল!
কুমারী মায়েদের স্বপ্নে প্রথম নাজারাত,
এক দুধশিশু পায়রা মাপছে
ঝু
ল
ন্ত

ক্রেডেলে।

ঋতু

লঘুপাখিদের রঙ নিয়ে বসে থাকি।
বন্দি মুক্ত– লালকরবীদের দেশে
অমরতার ভাষা
আহা ঝিলিম ঝিলিম গাছ।
পাতায় পাতায়
হলুদ ডানার বন-হুর
কুহু নাচে আকাশের ব্রিজপার
লাল ছড়ায় শীতের টমেটো বন।

জানি না
তুমি যে শিশির, শামুকের বোন
লুকিয়ে দেখছ মাটির ভেতরে
হেমন্তপরীদের গিটার!
শেকড়দুধ খেয়ে কবে ঢুকে গেছি
গাছের ফিটাসে!
আর আম্মা আম্মা করছি।

সাফিনুর সর্ম্পকিত সমস্ত ধাঁধা

ভারি মেঘ জমছে জানালার কিনারে
তার দাঁড়ানো কলসের আকার!
পর্দার আড়ালে আরো চিত্রিত দুধ
দুধের চাকু—বুক বরাবর।
এরকম একলা রোয়া ওঠা
লাল সবুজ পেঁপেতে মাছি
আর ভোঁ ভোঁ হিংসাখেলার বাঁশি।
এভাবে সীমানা যখন উন্মুক্ত
এক নখদন্তহীন বাঘ বসল
মায়াবিড়াল!

#
কোথাকার কোন জল কোথায় এসে লাগল।
শান্ত হাতের খনি– রক্ত দেজা ভ্যু
গড়িয়ে নামছে সন্ধ্যালেখার
সূর্যচাকতি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আজ
পথের নাম দাও।
ডিমে পাওয়া
পাখির নামে আর একটি মহাদেশ।
যেন ভেজা মাটির কোলে ডিনামাইট নিয়ে
শুয়ে থাকা। এইসব বিলীয়মান
এইসব ফানা ফিল্লাহ
তুষারের ভেতরও
মাছ মারার হার্পুন!

#
না দেখার ভেতর সমস্ত চোখ
তাকানোর ভঙ্গি থেকে
আরো সব অন্ধ
তবুও যত গোলাপের অভ্র
হাড়ের মিথেনে।
কাছে থাকা অজগর ও হাতি
ধ্বংস জাগে জাতির সুর
এই পহেলা এই লুকানোদের হাতে
ধীরে ধীরে কোন সিমেট্রির
পাখি!

#
পাথরলেখাদের সাথে বসে থাকি
পায়ে পায়ে খরা ও যমুনা।
দূর থেকে গন্ধ আসে
গন্ধের কাঁকড়া তলোয়ার
ঘুমন্ত জিহ্বায়।
জিহ্বায় পথ
নিষিদ্ধ এই চোরাবালি।
তবুও ভায়োলিন জাগে অলস দুপুরে
আর রক্তপিপাসা কাঁপে
গুপ্ত মিনারে।

#
দেখে দেখে পাগল লিখব
লাফিয়ে ওঠা শত্রুসেনাদের
ঘুমের ভেতরে চিঠি।
এমন করে
গলে পড়ছে এই নিকেলের তাঁবু
তার তাপে
জাজ্বল্যমান শহিদের পিস্তল!
বলো– কীভাবে আজ ডাইরির পৃষ্ঠাগুলো
জেলখানার ছাদ?
আর দীর্ঘচুল বোবা সবুজের
পৌঁছে দিচ্ছে পথ হারানোদের দলে।
এত গোলাপের মুখ তোমার
রক্ত বেয়ে পড়ছে কলিজা থেকে!

#
পরের কীয়াতে সব পাখি সকাল
সব ডানার হলুদ।
চোখ থেকে নামে যত কুয়াশার ফুল
আসে ছুটে আসে
গুলির নিমফাঁদ।
পড়ছি তো পড়ছি
এই হা বারুদের লাল!
যত যাওয়া তত তার না ফেরার
আয়না! আর চোখে চোখে
আসামির প্রলাপ।
ফুটছে গোলাপ অতি সাবধান
লুকিয়ে থাকো আর গন্ধ বলে

উড়ে আসছো লাইলাকের সাপ!

#
ভাষা থেকে আর এক না-ভাষায় বাহ্‌রাম
তুলব এসেনিনের লাল। হারাকিরি
হারাকিরি
গুলিবিদ্ধ পাখিতে সব রক্ত সয়লাব।
আজ কোন গোপন উঠছে
সাদা ফেনাদের মমিতে!
লুকিয়ে থেকে
গুপ্ত সব হাঙ্গরের কয়েদ করি
কোথায় আজ জমে উঠছে বাতাসের
ঘোড়াগুলি! তুমি অবসরে
জামা খুলতে খুলতে পথ দেখাও
আর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে
ভাষার সব গ্রাম!

বিচশহর থেকে ফিরে আসার পর

চুচুক এই বিকাল।
কাটা কমলা থেকে কত কত বাংলা!
কাঁপে যে বালি তার রূপ। মরি মরি মুখ দেখে
প্রান্ত একটা পলাশ।
যা ফুটছে মায়ের কথাই সব
আগুনের নিচে দাঁড়ানোদের
চুচুক সীল মাছ। তাকে বেহুলা বলো আর
সাঁতরে বেড়াও ভুবন ডাঙ্গার গ্রাম!

#
প্রত্যাগতের বন্দুক
গুলিতে সদা তুত গাছ।
কোরাস জাহাজের এই জল-ব্যালেরিনা
ঘুরে ঘুরে শৈবালের ফাঁদ
দুলছে প্রথম রক্তপাতের ঘড়ি।
বেলা যায় সন্ধ্যা আবহাওয়ায় যেখানে
ডাকাত দেবে ভাষার এই তরল চুচুক।
রেডিও শোনো
গাছ সেজে মানুষ মারছে
বাচ্চাদের স্কুলে। আর ভালোবাসার বেলুন
পথে পথে সাপ।

#
হারানোদের বাড়ি। হায়েনা– না বলো।
ভাঙ্গা শামুকের ইশতেহারে উড়ে যায়
যত যৌন-সীগাল।
গোপন দেখছি শব্দের
তাজা বোমা, হাতিয়ার। এইসব ভাবতে ভাবতে
গত শীতের শিরস্ত্রাণ ঝুলছে বালিমাখা লেগুন।
আজ ঘরে ঘরে নীল চাই
হে নীলিমালেখা হে রাত্রিফেরত লঙ্গরখানা
দাও আজ বনে বনে হলুদের ফুল
সব কথা তরবারি হয়ে আছে সমুদ্রের
পেটে!

#
আর সমস্তই চাইছি। হা করা দরোজার দুপাট—

ফ্রিজ দুধ পাউরুটি, পেতলের পাখি। পাগলাটে রাত
যেমন সাঁ সাঁ যেমন লেজ উঁচিয়ে লাফ দিচ্ছে
ডেগার ডলফিন
তেমন উদীয়মান এই ঝুলন্ত জলবাজ—
তেমন আহা ভর দুপুরে
কমর আঁকড়ে কী সব নরম কী সব
জোয়ার ডাকাত পড়ল একলাদের ঘরে।

#
কিছু সাঁতরানোর দাগ দেয়ালের পার
সমস্ত দেয়ালে কুমারীদের চুচুক
গন্ধ গন্ধ পিরহান কা যমুনা
মাছে ও মাছে ফুটল
ধ্যানবাজ দরবেশের মুর‍্যাল!
পায়ের এই ময়াল তুমি শত্রু ভাবো
ভাবো কখন পিছলে যায় বাস ও বিশ্রাম।
সেই ভাবে কূলে উঠে নঙ্গর ফেলেছি
এই বুঝি সূর্য ডুবল জানালার কাচে
ধীর হুইসেল ধীর জোনাকিদের গান
মুখে লা.. লা.. স্রোত নাবিকের বুটিক।

পাশবালিশের কিনার থেকে

নিদ্রাদের জয় দাও।
কাফ্রি কালো দাগে আজ কোন জিনের বাহন
জ্বলে জলগর্তে বেহালা করার গরিমা।
কত গুলি পড়ে কত সেয়ানাদের জঙ্গ
একটি নিটোল চড়ুই পাখির লেজ আহা
ভরা কার্তুজের গন্ধ বেয়ে
গুম গুলিস্তারা!
আজো ভয়-ডাকাতের চোখ খুলে উড়ন্ত হানিমুনে।
তোমার চুল, তোমার লাল কালিগুলা, আহা!
আমি আজ আঙুর নাই বা চাইলাম
এই রংবাজদের বাগানে!
কী বেবুন গড়ায় এই রাত্রিজাগা আয়নায়
আর রুস্তমবাজি শেখায়!
যেমন এই রক্তরাগবি এক একটি
দেশ দখলের র‍্যামবান্ট

বাগান

সিডনির বোটানিক গার্ডেনে এসে
নতুন কবিতা লেখার কথা মনে আসে!
বন্ধুর সাথে ঘুরে ঘুরে একটা ক্যামিলিয়া
গাছের ছায়াতে দাঁড়াই। ব্রিজের পাশে
আশ্চর্য লাল আর সবুজের অ্যানাটমি!
দেখে দেখে সুবহানাল্লাহ বলি
আরো দেখি ঘন রেইনট্রির পাতায়
আমার আম্মার মুখ– ঘুমন্ত কাকাতুয়া।

ভাবি– নতুন কবিতা ঠিক এরকম নয়!
তার গাছ নাই, মা নাই, বরং তার
একটি ডানা চাই যেমন একটি মথের
ম্যামব্রেন থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে
আগামীদিনের জুরাসিক অথবা
মেহিকনের হলুদ বাস উড়ে এসে বসবে
শীতের বরফ-স্টেশনে।
এও হবার নয়। কারণ তখন দূরে কোথাও
বোমা পড়ছে
আর অ্যারোড্রাম দিয়ে নেমে পড়ছে
অস্তমান কফিন বাহকেরা।

ছুটির দিনে

এক
জমেছে জেরুজালেম এক গাছের ডালে
তার কেন্দ্রস্থানে মায়াবী ঈসা।
তুমি দম নাও তোমার ক্যামেরা থেকে
পাথর ছোড়াদের খুনিমুখ।
তোমার কি আজ জন্মগ্রহণ?
তোমার কি তারাদের বনে
কাঠুরিয়াদের গান?
তাই করো একটা চোখ
লুকিয়ে রাখো আর ঝিল্লি দিয়ে
ঢুকে পড়ে জুডাসের হাত!

#
কিছু মাছ আটকে আছে
কিছু মাছ তীরে এসে জেনিফারের চোখ।
তার লম্বা বাবুই
তার গলার গোল রাগবি ধরে
ইশক ব্যালেরিনা!
দেখে দেখে দস্যুদের লাল একটা গাড়ি
ঠিকানা যদি নাই থাকে– আছে বৃষ্টিপথ
আর জল করে আসা নিদ্রাপ্রপাতের অরগ্যান।
কে ডাকল আজ গল্পেলেখা সিন্দাবাদের!
তার জেকেটভরা মাছ ও সাপ!

#

ছুটিতে সব নদীপথ সব লালের ডালিম
একটি গাছের পাতা সব রাতের সহিস!
ভাবতে ভাবতে কাছে আসে মা
সব ছুটির পথ বসেথাকা মা!
ফুটেছে জলট্রেন দোনলা রেল
আর জেলিফিশ দৌড়ায় তার বাগানের
শেষ! এ কেমন নৌকা রেখেছি ঝর্নায়
তার মাস্তান তার ভোরের ঝিঝি
মাছ দাও গো আর জ্বালাও হারাকিরি
আজ গোলাপ-দুপুরে
সব গোলাপের ছুটি।

দুই

টমেটো বনের কথা মনে আসে।
তোমার চোখ এত একা যে সবকিছু ছাদ
যেখানে বসে থাকে
দেখনেওয়ালাদের বিড়াল।
আজো লাল দেখে এইসব টমেটো কেমন
পলাশী ও পানিপথ। গুচ্ছ গুচ্ছ রোদ
আব্রু করে রেখেছ হলুদের পিস্তল।
তোমাকে একটা ফিলিস্তিন দিই আর
রিফিউজি পাখি উড়িয়ে আনে
মাহমুদ দারবিশ।

#
ছুটির দিনের জেলিফিস।
ময়দানজুড়ে রাবারগাছের খেলা
আর লম্বা জিভের ব্রিজ
সব শিকারির চোখ– রক্তচাকু হায়েনা।
দেখি টেরিসিয়াসের পাখি
তার বুকের রৌদ্র ছায়াজানালা।
আজ গান শুনতে শুনতে
তোমার বাড়ি তোমার আমগাছ
শিস যদি নাই দিলে বোমা ফাটে ধীরে
মার্কারি বেয়ে সাপ ওঠে
আর ডিমে সোনাঝরা।
#
ছুটির দিনের রেলপথ
পা আর পাখি হারানোদের হারাকিরি।
রাস্তাগুলো যাবে কবরফুলের কাছে!
মা তো এমন করেই ফোটে
ছুটির দিনের রেহেল থেকে
কবুতর একটি লাল।
যেমন শো করে দৌড়ে আসছে
মগো টাউনের মোরগ
আর শান্ত বিচের বিউগল
ছোটো মেয়েটার করিডোরে
সিনড্রেলাদের ছাপ!
#
ছুটির দিনের ভাষা কেন মাছ

কেন জলবাড়ি বলে নেচে ওঠে চোখ!
আর মনে থাকে না গাড়ি
গাড়ির এই চিনাবাদাম জলপাই।
শুধু জানালা দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ রোদ
আর প্রজাপতিদের দরবার।
তখন মেহরুন করে ছেড়েছ হাওয়া
তার বদর থেকে এই নিদ্রাকাঁপনের গাছ
আম বোল সেলোয়ারের জুনিপার।
গুলিস্তা করে রেখেছ সদা প্রাচীর
জিহ্বা থেকে অপরূপাদের চিঠি
এই ছলনাদের তীর বেয়ে আকুল
আমার রক্ত
আমাকে সাঁতার শেখাও কচ্ছপ।

অপর কবিতার ভুবনে

পেঁপেগাছ

পর আর অপরের মাঝখানে একটি পেঁপেগাছ।
তার পত্রজেলি থেকে চাঁদ বানানোর অ্যারোমা
আগুন নড়ছে নির্বিকারে উঠোনের গিলোটিনে।
আকাশ একটা মা
তার কাছ থেকে সরে আসছে মেঘগুলি।
ছেলেমেয়েদের আরো হাওয়াপথ উসুল
আরো দমা দম মাসকালান্দর।
ভোরে চলে যাবে তূর্ণানিশিথা!
দেখো, কোথায় লুকিয়ে থাকবে হামামের জুলেখা
আর একটি জাগুয়ার বিঁধে যাবে
মৃত্যুকাতর বেথেলহেমে
যেখানে মরহুম থেকে গড়িয়ে পড়বে
রক্তগাছের দুপুর!

জামা

চলন্ত বাগানের ভেতর বসে থাকি।
এই পাল, এই মির্জা গালিব। গুচ্ছ জাহাজের
হ্রেষাছবি– এই যে মাছমাস্তান লুকিয়ে যাচ্ছে
তোমার আল জিহ্বাতে
আর ঠোঁটের করিডোর থেকে
যমুনাব্রিজের সন্ধ্যা! তাই দেখি।
আহা আমার মার্বেলগুলো কি হারালো
কাকাতুয়াদের স্মরণে?
তোমার গন্ধ থেকে আজ সারাদিন সমুদ্র
আর জামা থেকে লাল প্রজাপতির জেন।
আজ আমাকে না শোনালেই হলো, বলো
দিকে দিকে মাছের আঁশটে আসুক
কী অপরূপ মৃত্যুমাছি তোমার গাঙচিলে!
আমার সমস্ত জ্যু খুলুক খুনিদের ঠোঁটে।

বাজি

ফিরিঙ্গিদের বাজি দাও।
এই গ্রামে মাছরাঙাদের সিলসিলা।

আজো হাওয়া গর্ভ হয়ে আসে
সবুজে দৌড়ায় আবু হানিফা।
তুমি কয়েন আর কয়েনের পর্দা
সরিয়ে মুখটিকে আনো।
ভরদুপুরে কামিজ থেকে নদ নদীদের স্বরগ্রাম!
নৌকা বইছে পাঠে, বালিশের মাঝখানে
তোমার পায়ে নক্ষত্রমাছের ডিমেরা।
আগামীতে সমুদ্র ছেড়ে
আকাশে আকাশে ব্রেইলবাসিদের স্কুল।
বলো পর আর অপরের দোলনাঘরে
উড়ুক মা আর মেয়েদের ওড়না!

কাঁটাতার

প্রলম্বিত কাঁটাতারে ছল একটা মাছি
আর বাতাবি মর্মর আলেয়া।
দশ ছায়াদের মূর্ছনা রেল পাটাতনে
আবারো মাথায় প্রহরী নিয়ে উঠছে
গতকালের চুম্বন!
দেয়াল আর না-দেয়াল
সবকিছু একাকার তোমার
বাড়ির তিরপল। মমি ও পলি
অতি দাঁড়ানোর অপেক্ষা!
আঙুলে আঙুলে পতাকা পোড়ানোর
সিমেট্রি। আর একটা খয়েরি পাখির কয়েদি।
দুললাম করে রা করছে ময়ূর
শিকারিদের ঘরে।

বন-মোরগের ঝুঁটি

যৌনমাছিদের কিছু রথখোলা দিয়েছি
আড়ালে তুমি গন্ধফুলের মেহজাবিন
আমার জেকেট খুলে বন-মোরগের ঝুঁটি।
এমন সন্ধ্যায় চিঠিপড়াদের মুখ
মনে আসে। মা জানালা খুলেছে আর অমনি
শাঁইশাঁই জাত করবীর স্টেশন।
পাতার নিচে একটি রেললাইন
ভাইবোনদের যমজ। যাই বলে তাই
আর এক জনের আয়না! বুকে
ঝুম একটা কয়েন খুলছে

আর গন্ধ পেয়ে দৌড়ে আসছে
কুবোপাখির এতিম!

অপর কবিতা

অপর কবিতার ভুবনে বোকা মাছের চোখ
শূন্য করে অসীম হয় গ্যালাক্সির বাইরে।
শব্দ লুকোনো স্তন!
শুধু আহ্বান করে আহ্বান করে
তার দুধের দিকে দৌড়ে আসে
হাজারো কাছিম।
তাদের জিরাফের সমান গলা
তাদের মাজারে খুন হয়
চর্চা আর চর্যাবিনিশ্চয়!

শীত

দূরত্বের কাফির থেকে হাত ধরার বাজি।
কিছু আয়াত-নক্ষত্র হাঁসদুপুরে
কিছু ফুল পাপড়ির তলোয়ার
আঙুল কাটছে ঘুমিয়ে পড়ার নামে।
তোমার আজাদ হোক কাটা আপেলে
এতো দূরে ডাকছে মসজিদের মিনার
তবুও হালকা বাতাসে ময়ূরের আলো!
লিখলাম এইসব ডানা
কারণ শীত শীত বলে
তুমি আমাকে ক্রমশ একটা নীল ক্বাসিদা!
আকাশের কথা যখন বন্দির কাছে
শূন্য একটি সাদা।

রিফিউজি

জানালাহীন বাতাসে কয়েদিদের
জানালা।
রৌদ্র পড়ছে বহোলার রাগে।
পায়ের কাছে পা
পাখি আর লাগছে না!
এত রাতের দূর
এত দূর ঘরের ধারণা।
আর
সারারাত সমুদ্র সমুদ্র
কিছু মুখ মাছ করে আসছে
কিছু মাছ হিজরতের ট্র্যাক
উড়ন্ত জাহাজের পরাগ
শিশুদের পাজামায়।
সিন্দাবাদ সিন্দাবাদ
নিদ্রা জাগে ঘুমন্ত কচ্ছপদের
আর পাসর্পোটবিহিন
গাছ লাগে ঊরুসন্ধিতে!

ভবিষ্যৎ

২০২০ সাল বা তার পরের কবিতায়
রক্ত শব্দটি অনেকবার বলা হবে। যেমন পিরানহা মাছ
যেমন ব্রিজপার খুলে সৎ মেয়েদের গোসল।
আরো আরব আসবে আরো জুলফিকারের ভেতর
পীর একটি পাখি।
একটি সঙ্গীত কত দূর বেজে আবার রক্তপাতের চিঠি!
বন্দি করে থাকবে শাহজাহান তার পুত্র দারাশিকোহ।
তারা জেনে যাবে শাহজাহান অমরত্ব চায় না নূরজাহানে
একটি যোনি ধ্বংসের সকাল গড়িয়ে পড়বে আরো
হিন্দুস্তানে।